তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনার কাহিনি যে বানানো, তা অনেকের বক্তব্যেই স্পষ্ট

বরুণ সেনগুপ্ত

এবার আসুন আমরা দেখি, আর এক তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শী জাপানি অফিসারের বিবরণ। এই জাপানির নাম সিরো নোনোগাকি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই নোনোগাকি ছিলেন সপ্তম জাপ সেনাবাহিনীর বিমান শাখার স্টাফ অফিসার পদমর্যাদার। তিনি শাহনওয়াজ কমিশনেও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। নোনোগাকি শাহনওয়াজ কমিশনে বলেছিলেন, যে বিমান তাইহোকু বিমানবন্দরে ভেঙে পড়েছিল আমি সেই বিমানের চিফ পাইলট ছিলাম। ওই বিমান দুর্ঘটনার বিবরণ আরও দু'বার, একবার ১৯৫০ সনে, আর একবার ১৯৬৯ সনে এই নোনোগাকি জাপানের দুই সাংবাদিককেও জানিয়েছিলেন। তাঁরা তা ছেপেও ছিলেন। ১৯৫০ সনে ব্রিটিশ গোয়েন্দারাও নোনোগাকিকে বিস্তারিত জেরা করেছিলেন।

নোনোগাকি ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কী বলেছিলেন সেই বিবরণ আমাদের কাছে নেই। ভারত সরকার খোসলা কমিশনে তা পেশ করেনি। তবে ১৯৬৯ সনে জাপানি সংবাদপত্র 'ইয়োমিউরিসিমবু'তে এক সাক্ষাৎকারে যে বিবরণ দিয়েছিল তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, খোসলা কমিশনে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন দু'বছর আগে, ঠিক সেই কথাই ওই সংবাদপত্রকেও বলেছিলেন।

সায়গন থেকে যাত্রা সম্পর্কে নোনোগাকি ১৯৬৯ সনে ওই জাপানি সংবাদপত্রকে যা বলেছিলেন তার হুবহু বিবরণ এইরকম, ১৯৪৫ সনের জুলাই মাসেই সপ্তম সেনাবাহিনীর বিমান শাখা ভেঙে দেওয়া হল। তখন আমাদের শাখার মাত্র একটি দু'ইঞ্জিনের '৯৭' মডেলের ভারী বোমারু বিমান অবশিষ্ট। সেটারও অবস্থা খুব খারাপ ছিল। সুতরাং, ওই বিমান শুধু যাত্রী যাওয়া-আসা এবং খবর আদানপ্রদানের জন্য ব্যবহার করা হত। জাপান আত্মসমর্পণের পর সপ্তম সেনাবাহিনীর বিমান শাখার প্রধান আমাদের তিন স্টাফ অফিসারকে নির্দেশ দেন যে, আমরা যেন ওই বিমান নিয়ে জাপানে ফিরি। কিন্তু ওরকম একখানা শোচনীয় বিমান নিয়ে সোজা জাপানে ফিরতে ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা ঠিক করলাম, ঘুরে জাপানে যাব। আমরা মালান ছেড়ে সিঙ্গাপুর পৌঁছালাম। এবং সিঙ্গাপুর থেকে সায়গনে গেলাম। সেখানে থাকলাম দক্ষিণাঞ্চলের জাপানি বাহিনীর সদরদপ্তরে। ১৭ আগস্ট বিকেল চারটে নাগাদ যখন সায়গন বিমানবন্দর থেকে রওনা দিচ্ছি, তখন একই ধরনের আর একটি ভারী বোমারু বিমান সায়গনে এসে নামল। তাতে ছিলেন চন্দ্রবোস এবং জেনারেল সিদেয়ি। জেনারেল সিদেয়ি বর্মা থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছিলেন। কলেজে এই জেনারেল সিদেয়ি আমার শিক্ষক ছিলেন। সিদেয়ি আমাকে তাঁর বিমানের চালক হতে বললেন।

খোসলা কমিশনের সামনেও একই কথা বলেছিলেন জাপানি বিমান বাহিনীর এই অফিসার। কিন্তু তাঁর বক্তব্য এবং আয়ার ও ইশোদার বক্তব্যে কত তফাত এবার একবার দেখা যাক।

আয়ার এবং ইশোদা বলছেন, ছাত্রের ভুল হওয়া সম্ভব নয়।

নোনোগাকি আবার অন্যত্র এই ঘটনার সম্পূর্ণ ভিন্ন বিবরণও দিয়েছেন। তিনি বলছেন, ১৭ আগস্ট অপরাহ্নে তিনি সায়গন বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন টোকিও যাওয়ার জন্য। সেইসময় সিঙ্গাপুর থেকে একখানা প্লেন সায়গনে এসে নামল। ওই বিমানে তখনও পর্যন্ত শুধু চালকরাই রয়েছেন। কয়েক ঘন্টা পরে তাতেই নেতাজি, লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিদেয়ি এবং অন্যান্যরা যাত্রা করলেন।

খোসলা কমিশনে নোনোগাকিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাঁর বক্তব্যে এত অসঙ্গতি কেন?

তিনি কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। খোসলা কমিশনে নোনোগাকিকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, নেতাজি ক'টা নাগাদ সায়গন বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছিলেন? নোনোগাকি জবাবে বলেছিলেন, তিনটে নাগাদ। আমি বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই।

আরও একবার উঠে এসেছে নেতাজির অন্তর্ধান প্রসঙ্গ। এর আগে যখন এই ইস্যু নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল, তখন বর্তমানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সেই ধারাবাহিক আজও প্রাসঙ্গিক।

এরপর নোনোগাকিকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সেই প্লেন সায়গন ছাড়ল পাঁচটা নাগাদ? নোনোগাকি বলেছিলেন, হ্যাঁ। নোনোগাকিকে খোসলা কমিশনের সামনে এ কথাও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ওই দু'ঘণ্টা নেতাজি এবং জেনারেল সিদেয়ি বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন কি না? নোনোগাকি জানিয়েছিলেন, হ্যাঁ, তাঁরা তাই

সম্বোধন না করি। তিনি আমাকে যেন কী একটা কোড নাম বলে দিয়েছিলেন।

নোনোগাকি খোসলা কমিশনে এ কথাও জানিয়েছিলেন যে, জেনারেল সিদেয়ি এবং চন্দ্রবোস জার্মান ভাষাতে কথা বলছেন। তাই আমি তাঁদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। খোসলা কমিশনে অতঃপর নোনোগাকিকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আর কোন কোন জাপানি উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার সেদিন সায়গনে উপস্থিত ছিলেন? নোনোগাকি প্রায় কারও নামই বলতে পারেননি।

বিচারপতি খোসলা যে দু'-তিন জনের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে রায় দিয়েছিলেন, নেতাজি তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনাতেই মারা গিয়েছিলেন, এই নোনোগাকি তাঁদের একজন!

ওই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিচারপতি খোসলা কিন্তু তাইহোকু অর্থাৎ ফরমোজার তৎকালীন সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছেও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও কিছু জানতে চাননি।

মুখার্জি কমিশন কিন্তু এই কাজটা করেছে। এবং তাইওয়ান সরকার অর্থাৎ তাইহোকুর সরকার এবার এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে মুখার্জি কমিশনকে জানিয়েছে যে, ১৯৪৫ সনের ১৮ আগস্ট বা তার আশপাশে কোনও দিন পুরনো তাইহোকু বিমানবন্দরে, অর্থাৎ ওই তাইহোকু বিমানবন্দরে কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। তাইওয়ান সরকারের এই আনুষ্ঠানিক বক্তব্য মুখার্জি কমিশনকে জানিয়েছিলেন একজন সাংবাদিক। তিনি তাইওয়ানের বর্তমান সরকারের কাছে গোটা ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিলেন। এবং তাঁকে ই-মেলের মাধ্যমে তাইওয়ানের সরকার জানিয়েছিল যে ১৯৪৫ সনের ১৪ আগস্ট থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত তাইহোকু বিমানবন্দরে কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের জানা নেই। পরবর্তীকালে তাইওয়ানের ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন মন্ত্রী মুখার্জি কমিশনকে আবার জানিয়েছিলেন যে, ওই সাংবাদিককে তাঁরা বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। এবং সব তথ্য পরীক্ষা করে তাইপে'র মেয়র এবং তাইওয়ানের পররাষ্ট্র দপ্তরও পরে মুখার্জি কমিশনকে একই খবর জানিয়েছিলেন।

কিন্তু, খোসলা কমিশন তাইওয়ানের কোনও সরকারি কর্তৃপক্ষকে ওই বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করেছিলেন বলে বা লিখিতভাবে তাদের কাছে কিছু জানতে চেয়েছিলেন বলে কমিশনের রিপোর্টে কোনও উল্লেখ নেই। খোসলা কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের ওপর ভিত্তি করে রায় দিয়েছিলেন যে, ১৭ আগস্ট সায়গন বিমানবন্দর ছাড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নেতাজি, হবিবুর রহমান ও কয়েকজন জাপানিকে নিয়ে ওড়া বিমানটি এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়ে। নেতাজির গায়ে বিমানের তেলে প্রচণ্ড আগুন লেগে যায়। এবং সেই আগুন লাগার ফলেই কিছুক্ষণের মধ্যে নেতাজি মারা যান। তিনি বিমানবন্দরের কাছের হাসপাতালে গিয়ে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় কোন কোন ডাক্তারকে এবং ব্যক্তিকে কী কী বলেছিলেন, খোসলা কমিশনে তারও কিছু বিবরণ রয়েছে। কিন্তু, সেই ডাক্তাররা যে বিবরণ দিয়েছেন এবং তাঁরা যে বিমান দুর্ঘটনার কথা বলছেন, সেই দুর্ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার

গোপন যাত্রা: নেতাজি হবিবুরকে আগেই বেছে রেখেছিলেন

বরুণ সেনগুপ্ত

এরপর আসুন আমরা দেখি, সায়গনে বিমান পালটানোর ব্যাপারে হবিবুর রহমান ধরা পড়ার পর ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কী কী বলেছিলেন। তাঁর দেওয়া সেই বিবরণের কিছুটা অংশ খোসলা কমিশনের সামনে এসেছিল। আমরা একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাব, ইশোদার বক্তব্যের সঙ্গে হবিবুর রহমানের বিবরণে কত পার্থক্য!

হবিবুর ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বলেছিলেন, বেশ কয়েকজন জাপানি অফিসার বোসের জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। ভারতীয় কেউই ছিল না। বিমানবন্দরেই ইশোদা এবং হাচিয়া ফিল্ড মার্শাল তেরোচির স্টাফের একজন কর্নেলের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর তাঁরা দু'জনেই বোসকে জানালেন যে, বোসের তেরোচির সদরদপ্তরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। সায়গন থেকে সেখানে যেতে বিমানে আধ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। বোস যেতে রাজি হলেন। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরেই জাপানিরা আবার এসে জানাল যে, আত্মসমর্পণের পর জাপবাহিনীতে যে বিশৃঙ্খলা চলছে তাতে বোস তেরোচির সদরদপ্তরে গেলে কোনও কাজ হবে না। বোস এবং তাঁর দলবল তাই মোটরে করে সায়গন শহরে একটা ফাঁকা বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এই বাড়িতেই একসময় লেফটেন্যান্ট কর্নেল চ্যাটার্জি থাকতেন। বিকাল তিনটে নাগাদ হাচিয়া এবং ইশোদা এসে বোসকে খবর দিলেন যে, আই এন এ'র আত্মসমর্পণের ব্যাপারে মার্শাল তেরোচি টোকিও থেকে কোনও নির্দেশ পাননি। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি কোনও পরামর্শই দিতে পারবেন না। তখন সেখানে আয়ার এবং হবিবুর উপস্থিত ছিলেন বলেই ধরা পড়ার পর কর্নেল রহমান ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের জানিয়েছিলেন।

হবিবুর ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের আরও জানিয়েছিলেন, বোস তখন জাপানিদের জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁকে এবং তাঁর সহকর্মীদের টোকিও নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও বিমান পাওয়া যাবে কি না? যাতে সেখানেই তাঁরা আলাদাভাবে আত্মসমর্পণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? হবিবুর ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের আরও জানিয়েছিলেন, এরপরই ক্যাপ্টেন গুলজার সিং, এস এ আয়ার, ক্যাপ্টেন প্রীতম সিং, কর্নেল হাসান, দেবনাথ দাস এবং আমি বোসের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করি। সবাই একমত হই যে, টোকিও যাওয়া নিশ্চয় সম্ভব। কারণ সায়গন থেকে টোকিও পর্যন্ত এলাকা তখন জাপানিদেরই অধীনে। ঠিক হয়, যে বিমানই পাওয়া যাবে তাতে বোসের সঙ্গে টোকিও যাবেন (এক) আয়ার, (দুই) হবিবুর, (তিন) ক্যাপ্টেন গুলজার সিং এবং (চার) কর্নেল হাসান।

আয়ার কিন্তু খোসলা কমিশনে সম্পূর্ণ অন্য কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর বিবরণ মতো সায়গনের বাংলোতে পৌঁছে নেতাজি কিছুক্ষণ সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর স্নান সেরে বিশ্রাম করতে গেলেন। আয়ার আরও বলেছেন, তার আধ ঘণ্টা পরেই হিকারি কিকানের ক্যাপ্টেন কিয়াসো এসে অবিলম্বে নেতাজির সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। নেতাজির ঘুম ভাঙানো হল এবং তাঁকে বলা হল যে, বিমান প্রস্তুত। এখনই ছাড়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আর বলা হল, সেই বিমানে নেতাজির জন্য একটি মাত্র আসন আছে।

খোসলা এরপর আয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তারপর কী হল?

আয়ার : নেতাজি জানতে চাইলেন, বিমান কোথায় যাচ্ছে? এবং তিনি জবাব পেলেন, আমি জানি না। নেতাজি তখন সেই জাপানি অফিসারকে বললেন, যতক্ষণ না তিনি জানতে পারছেন সেই বিমানের গন্তব্যস্থল কোথায়, ততক্ষণ তিনি তাতে যাবেন না। সেই জাপানি অফিসারের নাম ছিল ক্যাপ্টেন কিয়াসো।

খোসলা : সেই অফিসার কি আবার ফিরে এসেছিলেন?

আয়ার: আধ ঘণ্টা পরেই জেনারেল ইশোদা, হাচিয়া এবং একজন সিনিয়র স্টাফ অফিসার ওই বাংলোয় এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা একটা ঘরে একান্তে নেতাজির সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নেল হবিবুর রহমানকেও সেই বৈঠকে ডাকা হল। তারও কিছুক্ষণ পরে নেতাজি এবং কর্নেল হবিবুর রহমান ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। জাপানিরা তখনও ওই ঘরে বসে।

নেতাজি সেখানে উপস্থিত আই এন এ'র সব অফিসারকে বললেন, আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবং, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করেই তা নিতে হবে। ঘর ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল। আয়ার বলছেন, নেতাজি আমাদের মাঝখানে। আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। তিনি আমাদের সকলের চোখের দিকে তাকালেন এবং বললেন, দ্যাখো, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা প্লেন ছাড়ছে। আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জাপানিরা বলছে, ওই প্লেনে একটিমাত্র আসন দিতে পারবে। আমাদের এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমাকে যদি একা যেতে হয়, তাহলে আমি যাব কি না। আয়ার বলছেন, আমরা সবাই বুঝলাম এটা একটা সাংঘাতিক প্রশ্ন। আমরা তাই সবাই একেবারে থ হয়ে গেলাম। তারপর আমাদের মধ্যেই কে যেন বলল, স্যার, ওদের কাছে আর একটা আসন চান। যাতে আমরা কেউ আপনার সঙ্গে যেতে পারি। আমরা আপনাকে একা ছাড়তে চাই না। জাপানিদের বলুন, ওরা যদি অন্তত আর একটি আসন দিতে পারে।

আয়ার বললেন, নেতাজি তারপরও তাঁদের কাছে স্পষ্ট জবাব জানতে চেয়েছিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জাপানিরা যদি একটার বেশি আসন দিতে না পারে তাহলে আমি যাব কি যাব না।

খোসলা আয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনারা কী জবাব দিয়েছিলেন?

আয়ার: আমরা চাইছিলাম না নেতাজি সায়গনে ধরা পড়েন। তাই আমরা তাঁকে বললাম, স্যার দয়া করে জাপানিদের বলুন আর একটা অন্তত আসন দিক। কিন্তু ওরা যদি তাও দিতে না পারে তাহলে আপনি একাই যান। আর, আপনি জাপানিদের বলে যান যে, আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে আমাদের যাওয়ার জন্য ওরা যেন যথাশীঘ্র সম্ভব প্লেনের ব্যবস্থা করে।

খোসলা আয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনারা কি নেতাজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন।

আয়ার: না, তিনি কিছুই বলেননি। কিন্তু আমরা অনুমান করেছিলাম যে ওই প্লেন মাঞ্চুরিয়া যাচ্ছে।

খোসলা: সেইরকমই পরিকল্পনা ছিল বলেই কি আপনাদের ওই ধারণা হয়েছিল?

আয়ার: হ্যাঁ। তারপর জাপানিরা যে ঘরে অপেক্ষা করছিলেন, নেতাজি এবং হবিবুর সেই ঘরে গেলেন। নেতাজি কয়েক মিনিট পরে বেরিয়ে এসে বললেন, আমরা আর একটা আসন পাচ্ছি। হবিব আমাদের সঙ্গে আসুক। আমি এটা বুঝতে পেরেছি, ওরা এই প্লেনে আর জায়গা দিতে পারবে না। তবু আমরা ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি।

খোসলা কমিশনে আয়ার জানিয়েছিলেন, এরপর তাঁরা সবাই মালপত্র নিয়ে সায়গন বিমানবন্দরের দিকে রওনা দেন। সামনের গাড়িতে বসেছিলেন নেতাজি, কর্নেল হবিবুর রহমান এবং আয়ার নিজে। পেছনের গাড়িতে ছিলেন কর্নেল গুলজার সিং, প্রীতম সিং, হাসান এবং দেবনাথ দাস। নেতাজির গাড়ি যখন বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাল, তখন অন্য গাড়িটির কোনও চিহ্নই দেখা গেল না। আমরা আসার আগে থেকেই বিমানবন্দরে প্লেনের ইঞ্জিন চালু করে রাখা ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় গাড়িটি এল। তাতে নেতাজির কিছু মালপত্র ছিল। খোসলা আয়ারের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, নেতাজির কী কী মালপত্র ছিল? খোসলা কমিশনের সামনেই আয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, নেতাজি নিজেই হবিবুর রহমানের নাম বাছাই করেছিলেন কি না? জবাবে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, তিনিই হবিবুর রহমানকে বাছাই করেছিলেন।

নেতাজি তাঁর ওই চূড়ান্ত গোপনীয় যাত্রায় সঙ্গে শুধু একজনকে নিয়েছিলেন। তিনি নিজেই তাঁকে বাছাই করেছিলেন। সেই ব্যক্তি কর্নেল হবিবুর রহমান। ব্যাংককে জাপানিদের সঙ্গে যে গোপন বৈঠক হয়েছিল, তাতেও নেতাজি তাঁর সঙ্গে শুধু হবিবুর রহমানকেই রেখেছিলেন।

এসবের কারণ কি এই যে, নেতাজি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন একমাত্র হবিবুর রহমানই তাঁর সঙ্গে যাবেন? **(চলবে)**

পতি খোসলা একটা অত্যন্তত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাতিল করে দিয়েছিলেন

বাধ্য হয়েছিলেন যে, ভারত সরকার তাঁকে 'তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী' সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নিতে অনুরোধ জানিয়েছিল। '৫১ সনের অক্টোবরে আয়ার টোকিও থেকে ফিরে নেহরুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে একটা ছোট্ট রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। সেই রিপোর্টটি খোসলা কমিশনের সামনে এসেছিল। আয়ার সেই রিপোর্টে বলেছিলেন, এবার আমি কর্নেল টাডার কাছ থেকে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর জানতে পারলাম। (এখানে উল্লেখযোগ্য, জেনারেল ইশোদার বিবরণ মতো টাডা ছিলেন ফিল্ড মার্শাল তেরোচির সেই স্টাফ অফিসার, যিনি ১৯৪৫ সনে ১৭ আগস্ট সায়গন বিমানবন্দরে এসে নেতাজির বিমান আটকে দিয়ে বলেছিলেন: মার্শাল তেরোচির নির্দেশে চন্দ্রবোসের এই বিমান আর এগবে না। তাঁকে অন্য একটা প্লেনে যেতে হবে এবং যেহেতু আসন নেই তাই তাঁকে একাই যেতে হবে।)

১৯৫১ সনে নেহরুকে দেওয়া আয়ারের সেই নোট অনুসারে টাডা তাঁকে সেবার টোকিওতে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: ফিল্ড মার্শাল তেরোচি অন্য কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: ফিল্ড মার্শাল তেরোচি নিজেই সব দায়িত্ব নিয়ে এবং টোকিওর সামরিক সদরদপ্তরে বিষয়টি না জানিয়ে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রুশ এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা চন্দ্রবোসকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করব। ঠিক হল, জেনারেল সিদেয়ি যে প্লেনে দাইরেন যাচ্ছেন, সেই প্লেনে বোসও যাবেন। দাইরেন পর্যন্ত সিদেয়ি চন্দ্রবোসের দেখাশোনা করবেন এবং তারপর চন্দ্রবোস নিজে রুশদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করবেন। আর, জাপানিরা ঘোষণা করবেন, দাইরেন যাওয়ার পথে বোস জাপান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছেন। তাহলে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর কাছে নেতাজির ব্যাপারে জাপানিদের আর কোনও কৈফিয়ত দেওয়ার প্রশ্ন থাকবে না। টাডা ১৯৫১ সনের এই সফরের সময় আয়ারকে আরও বলেছিলেন, 'আমি দালাত থেকে এসে সায়গনে নারায়ণ দাসের বাংলোতে চন্দ্রবোসকে এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলাম। আমার নিজেরও ওই বিমানে টোকিও যাওয়ার কথা ছিল। আমি আমার আসনটা ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং সেই আসনে হবিবুর রহমান গিয়েছিলেন।'

আমার প্রশ্ন, টাডা ১৯৫১ সনে যে আয়ারের কাছে সত্য ঘটনা বলেছিলেন, তারই বা প্রমাণ কী? হতে পারে, তিনি সায়গন থেকেই অন্তর্ধান হয়েছিলেন। আবার এমন হতে পারে, তিনি তুরিন থেকে নিজের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

এবার আসুন আমরা দেখি, খোসলা কমিশনের সামনে এই ঘটনার ব্যাপারে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইশোদা কী বলছেন?

আমরা এর আগেই ই
শুনেছি যে, তিনি দা
নেতাজির জন্য দাইরেন
বিমানে তিনটি বাড়তি আ
করে এসেছিলেন। পরে ত

জানিয়েছিলেন, বাড়
নেতাজির জন্য সর্বসা
আসনের ব্যবস্থা ক
ইশোদা খোসলা কমি
জেনারেল তেরোচির
করে আমি ওই বিশে
মাত্র আসনের
পেরেছিলাম। কারণ
অফিসার মনে কর
একা না গিয়ে
অফিসারকে নিয়ে

খোসলা কমিশনে
য়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন
ন ফিরলেন তখন স্টাফ অফিসার
আরও জানিয়েছিলেন যে
াসসহ মাত্র দু'জন ওই বিমানে
েতে পারবেন। শ্রীবোস এই
স্তাবে রাজি না হওয়ায় আমি
খন শ্রীবোসকে বললাম, যে
কানও মুহূর্তে সব বিমান চলাচল
ন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং,
ঙ্গে মাত্র একজনকে নিয়ে যেতে
ারলেও তাঁর অবিলম্বে সায়গন
থকে চলে যাওয়া উচিত। ইশোদা
খোসলা কমিশনে আরও
জানিয়েছেন: আমি বোসকে এই
কথাও বলেছিলাম যে রাশিয়া
যাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা ছাড়া আর
কোনও উপায় নেই। এবং আমার
বক্তব্য ছিল, বোসের এই প্রস্তাব
মেনে নেওয়া উচিত।

ইশোদা এরপর বিবরণ
দিয়েছেন: তারপর বোস তাঁর
সহকর্মীদের সঙ্গে মিনিট দশেক
আলোচনা করলেন। এবং,
লোচনার পর তিনি আমাদের
লেন যে, ওই ব্যবস্থাই মেনে
ছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি
মাদের আরও জানালেন, দলের
ন্যান্য সদস্যের জন্য যথা শীঘ্র সম্ভব
ন আর একটা বিমানের ব্যবস্থা করে
ওয়া হয়। ইশোদা খোসলা কমিশনে
ানিয়েছেন, তিনি নেতাজিকে আশ্বাস
য়েছিলেন যে হ্যাঁ, তাঁরা যথা শীঘ্র
ম্ভব আর একটা প্লেনের ব্যবস্থা
রবেন। আপনি তাড়াতাড়ি
জেনারেল সিদেয়ির সঙ্গে চলে যান।

ইশোদা খোসলা কমিশনে আরও জানিয়েছিলেন: এরপর আবার মাল নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। শ্রীবোসের সঙ্গে অনেকগুলি মালপত্র ছিল। তিনি সব সঙ্গেই নিয়ে যেতে চাইছিলেন। ইশোদা বলেছেন, তিনি ওইসময় নেতাজিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আপনি তাড়াতাড়ি জেনারেল সিদেয়ির সঙ্গে চলে যান। তারপর আমরা মালপত্র পাঠানোর অন্য ব্যবস্থা করে দেব। নেতাজি তখন তাঁর মালপত্রের দুই-তৃতীয়াংশ সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আর, এক-তৃতীয়াংশ সেখানেই রেখে দেওয়া হল। সেইসময় শ্রীবোসের মন্ত্রিসভার সেক্রেটারি সম্ভবত হাসান বলেছিলেন, ৩০ লক্ষ ভারতীয়ের আরও একটা উপহার আছে। সেটা আসছে। তাই প্লেন ছাড়তে দেরি হয়ে গেল।

খোসলা: নেতাজি কখন সায়গন ছেড়েছিলেন?

ইশোদা: আমার মনে হয় চন্দ্রবোসকে নিয়ে সায়গন ছেড়েছিল বিকেল ৫টা নাগাদ। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন হবিবুর রহমান। তাঁর সঙ্গেও অল্প কিছু মালপত্র ছিল।

খোসলা: আপনার কি সেই বিমানের অন্য কোনও যাত্রীর কথা মনে পড়ে?

ইশোদা: আমার মনে পড়ছে যেন জেনারেল সিদেয়ির সঙ্গে যাঁরা দাইরেন যাচ্ছিলেন, তাঁরাও ক'জন সেই বিমানে ছিলেন। তবে আমার তাঁদের নাম মনে নেই।

খোসলা কমিশনে এরপর ইশোদাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি আগে বলেছেন, নেতাজি সবার শেষে ওই প্লেনে উঠেছিলেন। আর সবাই তখন প্লেনের ভেতরে বসে।

খোসলা কমিশনের সামনে ইশোদাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, নেতাজি যে বিমানে ব্যাংকক থেকে সায়গন এসেছিলেন, তাতে যেসব মালপত্র ছিল তার সবই কি তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন? ইশোদা জানিয়েছিলেন, না। ইশোদা খোসলা কমিশনকে আরও জানিয়েছিলেন, জেনারেল সিদেয়ির সঙ্গে যাঁরা দাইরেন যাচ্ছিলেন, তাঁরাও ওই বিমানেই ছিলেন। ইশোদাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কি বেতার যোগে এই খবর টোকিওর সদরদপ্তরে পাঠিয়েছিলেন যে, ফিল্ড মার্শাল তেরোচির নির্দেশে নেতাজির বিমান সায়গনে আটকে দেওয়া হয়েছে?

ইশোদা: আমার তা ঠিক মনে নেই। তবে এটা আমার মনে আছে যে, শ্রীবোস এবং হবিবুর রহমানের সায়গন ত্যাগের খবর আমি টোকিওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

ইশোদাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সায়গন থেকে যে বিমানে সবাই রওনা দিয়েছিলেন সেটা কি একটা বড় নতুন বোমারু বিমান ছিল?

ইশোদা বলেছিলেন: আমার মনে হয়, ওটা নতুন তৈরি সর্বাধুনিক ধাঁচে একটা বড় বোমারু বিমান।

খোসলা কমিশনে এক কৌঁসুলি এরপর ইশোদাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলেন: নেতাজি ওইদিন সায়গন থেকে ওই প্লেনে যাননি। তিনি আসলে ব্যাংকক থেকে তাঁকে নিয়ে আসা প্লেনেই অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর প্লেন যে কোথায় গিয়েছিল, ইশোদা সেই ঘটনা গোপন করছেন।

বিচারপতি খোসলা এই প্রশ্নে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন।

(চলবে)

সায়গনে পৌঁছে সব প্ল্যান 'পালটে গেল' কেন?

বরুণ সেনগুপ্ত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বন্দি হবিবুর রহমান ইংরেজ গুপ্তচর অফিসারদের যে ইচ্ছা করেই নানা ভুল খবর দিয়েছিলেন তা আমরা পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা থেকে বুঝতে পেরেছি।

ব্যাংকক থেকে সায়গনে যাওয়ার ব্যাপারে হবিবুর রহমান ব্রিটিশ গুপ্তচরদের বলেছিলেন: সকাল আটটা নাগাদ দুটো বোমারু বিমান ব্যাংকক থেকে সায়গন যাত্রা করল। বোসের সঙ্গে এস এ আয়ার, দেবনাথ দাস, ক্যাপ্টেন গুলজার সিং এবং নেগেসি ওই একটা বিমানে গেলেন। আর একটা বিমানে গেলাম আমি, লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইশোদা, হাচিয়া, হাসান এবং ক্যাপ্টেন প্রীতম সিং।

খোসলা কমিশনের সামনে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের সংগ্রহ করা যে বিবরণ পেশ করেছিল ভারত সরকার তার মধ্যে এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কে কোন বিমানে গেলেন, সেই বিবরণেও হবিবুর রহমান কীভাবে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এইখানেই তা পরিষ্কার। আসলে, পরবর্তী সব বিবরণ থেকে জানা গিয়েছে, হবিবুর রহমান নেতাজির সঙ্গে তাঁরই বিমানে ছিলেন। তিনি কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বলেছিলেন, ব্যাংকক থেকে তিনি নেতাজির সঙ্গে একই বিমানে যাননি।

ওই বিমানে কে কার সঙ্গে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে অন্যরা কে কী বলেছেন এবার আসুন আমরা তা দেখি।

আয়ার খোসলা কমিশনে বলেছিলেন, হবিবুর রহমান নেতাজির সঙ্গে গিয়েছিলেন। আয়ার আরও জানিয়েছিলেন, নেতাজি, কর্নেল হবিবুর, কর্নেল প্রীতম সিং, জাপানি যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসার এবং আমি ওই বিমানে ছিলাম। দেবনাথ দাসও খোসলা কমিশনকে জানিয়েছিলেন, হবিবুর রহমান নেতাজির বিমানেই ছিলেন।

খোসলা কমিশনের সামনে জেনারেল ইশোদাও পরে এই কথাই বলেছিলেন। কমিশনে জেনারেল ইশোদাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি এবং নেতাজি কি ব্যাংকক থেকে একই বিমানে সায়গন গিয়েছিলেন?

ইশোদা: না, তাঁর সঙ্গে ছিলেন আয়ার, রহমান প্রমুখ। আমি ছিলাম অন্য বিমানে।

কমিশনের সামনে ইশোদার কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, জাপানি অফিসাররা সবাই তাঁর সঙ্গে একই বিমানে ছিলেন কিনা? ইশোদা বলেছিলেন, হ্যাঁ, তাঁরা সবাই আমার সঙ্গেই ছিলেন। ইশোদা আরও জানিয়েছিলেন, দুটো বিমানই ১১টা নাগাদ সায়গনে গিয়ে পৌঁছেছিল।

হবিবুর রহমান কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বারবার বলেছিলেন, তিনি নেতাজির বিমানে ছিলেন না।

জেনারেল ইশোদা খোসলা কমিশনের সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে আমরা শুনেছিলাম, ব্যাংকক থেকে যখন তাঁরা যাত্রা করেন, তখন পর্যন্ত ঠিক ছিল যে নেতাজি এবং তাঁর অনুগামীরা সায়গনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সোজা রাশিয়া চলে যাবেন। যে দুখানা বোমারু বিমানে তাঁরা ব্যাংকক থেকে সায়গনে এসেছিলেন সেই দু'খানা বিমানেই তাঁদের রাশিয়া যাওয়ার কথা ছিল।

সায়গনে পৌঁছে কিন্তু দেখা গেল অনেক কিছু প্ল্যান পালটে গিয়েছে। সায়গন বিমানবন্দরে নেতাজির জন্য কয়েকজন জাপানি সামরিক অফিসার অপেক্ষা করছিলেন। বিমান থেকে নেতাজি এবং ইশোদা নামার পর বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েই তাঁরা কিছুটা আলোচনা করলেন।

আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচারমন্ত্রী আয়ার খোসলা কমিশনে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন।

আয়ার: দু'খানা বিমানই প্রায় একসঙ্গে সায়গনে নামে।

খোসলা: তারপর কী হল?

আয়ার: তারপর বিমানবন্দরেই খুব তাড়াতাড়ি কিছুটা আলোচনা হল।

খোসলা: কে কে আলোচনা করলেন?

আয়ার: নেতাজি এবং জাপানি অফিসাররা।

খোসলা: কী আলোচনা হচ্ছিল, আপনি কি শুনতে পাচ্ছিলেন?

আয়ার: না, তবে পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে জেনারেল ইশোদা এবং হাচিয়া বিমানে দালাত যাচ্ছেন ফিল্ড মার্শাল তেরোচির সঙ্গে অত্যন্ত জরুরি আলোচনা করতে। আয়ার আরও বলেছেন, বিমানবন্দর থেকে নেতাজি এবং আমরা সবাই গাড়ি করে শহরে গেলাম। এবং, সেখানে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্টস লিগের একজন অফিসার শ্রী নারায়ণ দাসের বাংলোতে গিয়ে উঠলাম।

এরপরই আসুন আমরা দেখি, জেনারেল ইশোদা ওই সময়ের কী বিবরণ দিয়েছিলেন খোসলা কমিশনের সামনে।

ইশোদা খোসলা কমিশনে বলেছিলেন, তিনি সায়গনে নেমে ফিল্ড মার্শাল তেরোচির স্টাফ অফিসার কর্নেল টাডার কাছে শুনলেন যে নেতাজি এবং তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে যে দু'খানা বিমান এসেছে তা সায়গনের পর আর এগতে পারবে না। নেতাজিকে অন্য একখানা বিমানে যেতে হবে। এবং সেই বিমানে তাঁর দলের আর কারও জায়গা হবে না। খোসলা কমিশনে ইশোদা আরও বলেছেন: শ্রী বোস বললেন তিনি তাঁর সহকর্মীদের না নিয়ে যাবেনই না। তাই তিনি সেইমতো বিমানের ব্যবস্থা করতে বললেন। কিন্তু কর্নেল টাডা বললেন, না, জেনারেল সিদেয়ি যে বিমানে যাচ্ছেন, তাতে বোস ছাড়া আর কারও জায়গা হবে না।

এই পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইশোদা প্রায় সবসময় একইরকম কথা বলেছেন। কিন্তু তারপরই তিনি এ সম্পর্কে যা যা বলেছেন তা বেশ কিছুটা পরস্পর-বিরোধী। খোসলা কমিশনে জেনারেল ইশোদা বলেছিলেন, টাডার কথা শুনে আমি স্থির করলাম যে নিজে গিয়ে কমান্ডার ইন চিফের সঙ্গে দেখা করব। সেই জন্যই দালাত গেলাম। সেখানে আমি জেনারেল তেরোচির সঙ্গে দেখা করলাম যাতে বোসের অনুরোধ রক্ষা করা যায়। আমার আলোচনার পর জেনারেল তেরোচি এটা মেনে নিলেন যে নেতাজির সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্যকে নিয়ে যাওয়া যাবে।

খোসলা এরপরেই জেনারেল ইশোদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি আজই এই কমিশনের সামনে বলেছেন যে, দালাতে গিয়ে ফিল্ড অফিসার তেরোচির সঙ্গে দেখা করলেন এবং নেতাজির জন্য দু-তিনটে বাড়তি আসনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কথাটা কি ঠিক?

ইশোদা: না, দালাতে আমি নিজে সুপ্রিম কমান্ডার তেরোচির সঙ্গে দেখা করিনি। আমি তাঁর স্টাফ অফিসার ইয়ানোর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

খোসলা: কিন্তু আপনি এক ঘণ্টা আগেই বলেছেন যে, দালাতে আপনি ফিল্ড মার্শাল তেরোচির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কোনটা ঠিক?

ইশোদা: আমি স্টাফ অফিসার ইয়ানোর সঙ্গে দেখা করি। তেরোচির সঙ্গে নয়।

খোসলা কমিশনের এক কৌঁসুলি ইশোদাকে এরপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন: নেতাজি যে বিমানে ব্যাংকক থেকে সায়গন এসেছিলেন সেই বিমান তো সায়গনেই দাঁড়িয়েছিল। তাই না?

ইশোদা : হ্যাঁ, সায়গনেই ছিল।

তাঁর আরও প্রশ্ন ছিল: আপনারা যে বিমানে সায়গন এসেছিলেন সেই বিমানেই আবার গেলেন না কেন? আপনারা কেন অন্য বিমানে সুভাষচন্দ্রের জন্য কিছু আসনের ব্যবস্থা করতে গেলেন?

ইশোদা: আমি নেতাজির জন্য অন্য বিমানে আসনের ব্যবস্থা করিনি। স্টাফ অফিসার টাডা করেছিলেন।

অতঃপর ইশোদাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাহলে আপনি জানতেনই না যে নেতাজিকে কেন আগের সেই বিমানে যেতে দেওয়া হল না?

ইশোদা: সম্ভবত কমান্ডার ইন চিফের সেইরকম পরিকল্পনা ছিল বলেই।

এরপর কমিশনে ইশোদাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে ফিল্ড মার্শাল তেরোচির নির্দেশেই নেতাজির আগের বিমান সায়গনে আটকে দেওয়া হয়েছিল?

ইশোদা: আমার তাই মনে হয়েছিল।

তারপর ইশোদাকে খোসলা কমিশনে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সায়গনের পর নেতাজিকে আর ওই বিমানে এগতে দেওয়া হল না কেন? কার নির্দেশে ওই বিমান আটকানো হয়েছিল? ইশোদা বলেছিলেন: আমি সেটা জানি না।

আমরা খোসলা কমিশনে দেওয়া ইশোদার সাক্ষ্যে বিভিন্ন সময় তাঁকে বিভিন্ন কথা বলতে শুনেছি। ইশোদা নিজে বলেছিলেন, তিনি ফিল্ড মার্শাল তেরোচির সঙ্গে কথা বলে নেতাজির জন্য বাড়তি আসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর তিনি নিজে আরও বলেছিলেন, তেরোচির সঙ্গে তাঁর দেখাই হয়নি। দেখা হয়েছিল তাঁর এক সহকারী অফিসারের সঙ্গে, যাঁর নাম কর্নেল ইয়ানো। এবং, অবশেষে তিনি খোসলা কমিশনকে এই কথাও জানিয়েছিলেন যে, দালাত বিমানবন্দরে জেনারেল নুমাতার সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছিল।

একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেলের বক্তব্যে এত পরস্পর-বিরোধিতা কেন? এটা কি স্বাভাবিক? *(চলবে)*

প্রতিষ্ঠিত ৩ শিবিরের চিন্তা বাড়িয়ে নয়া জোটের আত্মপ্রকাশ রেজ্জাকের নেতৃত্বে

গরিব মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ২০১৬-র নির্বাচনকে টার্গেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত তিন রাজনৈতিক শিবিরের কিঞ্চিৎ চিন্তা বাড়িয়ে বড়দিনের প্রাক্কালে বড় জমায়েতের মাধ্যমে বুধবার আত্মপ্রকাশ করল রেজ্জাক মোল্লার নেতৃত্বাধীন গণফ্রন্ট। আপাতত ছ'টি ছোট দলকে নিয়ে তৈরি এই নতুন রাজনৈতিক জোটের প্রধান লক্ষ্য একটাই—রাজ্যের গরিব মানুষের ক্ষমতায়ন। আর এই লক্ষ্যপূরণের জন্য সিপিএমের বহিষ্কৃত নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাকসাহেব এবং তাঁর সহযোগী দলগুলি সংখ্যালঘু ও তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় জোর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। তাদের যুক্তি, সমাজের পিছিয়ে পড়া এই অংশের মানুষই পরিসংখ্যানের নিরিখে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সব বিষয়েই সার্বিক বঞ্চনার শিকার। এই অংশের মানুষ বড় দলগুলির তাঁবেদারি করে নিজেদের ভোটব্যাংক হিসাবে চিহ্নিত করার বদলে যদি নিজেদের পৃথক অস্তিত্বের রাজনৈতিক দল বা জোট গঠন করতে না পারে, তাহলে উচ্চবর্গের হাতে বঞ্চনার ইতিহাস আরও লম্বা হবে। সেই কারণে রাজ্যে গণফ্রন্টের মতো নতুন রাজনৈতিক জোট তৈরি একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। লক্ষ্যপূরণে তারা আগামী দিনে বামফ্রন্টের ভুল নীতি, বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক অ্যাজেন্ডা এবং তৃণমূলের দুর্নীতির ইস্যুকেই হাতিয়ার করে এগবে বলেও গণফ্রন্ট নেতৃত্ব স্পষ্ট করেছে।

২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটকে টার্গেট করেই রেজ্জাক ও তাঁর অনুগামীরা এবার কোমর বেঁধে রাজনীতির নতুন ইনিংস শুরু করলেন। প্রাক্তন এই সিপিএম নেতার হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তফসিলি জাতি ও উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ (ওবিসি) এবং মুসলিম—এই তিনটি অংশ মিলিয়ে জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ। এই তিনটি অংশের মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ মোট ১৩৫টি বিধানসভার আসনে। তাই ঐক্যবদ্ধ হলে এই ১৩৫টির মধ্যে সিংহভাগ আসনে জয়লাভ করা আদৌ কঠিন কাজ নয়। এরপর বাকি ১৫৯টি আসনের মধ্যেও অনেকগুলিতে এই তিন অংশের মানুষের হাতে রয়েছে প্রার্থীর জয়লাভের চাবিকাঠি। সেক্ষেত্রেও বেশ কিছু আসন এই নতুন ফ্রন্টের পক্ষে জিতে নেওয়া সম্ভব। তাই কংগ্রেস, বামফ্রন্ট বা তৃণমূলের দালালি ছেড়ে অবিলম্বে নিজেদের সামাজিক উন্নয়ন তথা ন্যায়বিচারের জন্য এই তিন অংশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে কি না, তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। রেজ্জাক তাঁর এই নয়া উদ্যোগে নিজের ভারতীয় ন্যায়বিচার পার্টির পাশে পেয়েছেন রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব ইন্ডিয়া, ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া, জনতা দল (ইউনাইটেড) এবং পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মঞ্চকে। এরপর ঝাড়খণ্ড পিপলস পার্টিসহ আরও তিনটি ছোট দলের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছে ফ্রন্টের শরিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে। তবে এদিনের সভায় জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর অমিতাভ দত্ত, রিপাবলিকান পার্টির মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক, গণতান্ত্রিক মঞ্চের সুমন্ত হীরা, এসডিপিআইয়ের নাজমা কোয়েল, ওয়েলফেয়ার পার্টির ডঃ রইসুদ্দিনসহ তামাম গণফ্রন্টের নেতারা প্রকাশ্যেই তাঁদের জোটের 'ভাবী মুখ্যমন্ত্রী' হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করলেও এই প্রস্তাবে এদিন সম্মতি জানানি রেজ্জাক। বরং উলটে তিনি এদিন বলেন, আমরা যার যত ভাগ তার তত পাওনা এই তত্ত্বেও বিশ্বাসী। তাই মুখ্যমন্ত্রী পদে একজন তফসিলি এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপমুখ্যমন্ত্রী পদে একজন মুসলমানকে বসানোর পক্ষপাতী আমি।

এদিনের সভায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নানা ধরনের যানবাহন চেপে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশে হাজির হন গণফ্রন্টের সমর্থকরা। ভিড় জমানোর ক্ষেত্রে অবশ্য এসডিপিআই এবং ওয়েলফেয়ার পার্টি সবার আগে ছিল। রেজ্জাকের নিজের দল ছিল তারপরে। সব মিলিয়ে অন্তত হাজার ছয়-সাতেক মানুষ জড়ো হয়েছিল এদিন। প্রথম জমায়েতে শক্তি পরীক্ষায় মোটামুটি উত্তীর্ণ হওয়া গণফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ নিয়ে অবশ্য রেজ্জাকের পুরানো দল সিপিএম বা বামফ্রন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি। খাতায়-কলমে আলিমুদ্দিনের এক নম্বর ম্যানেজার বিমান বসু এদিন বলেন, আমি বা আমার দল এখনই এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করছি না। তবে ফ্রন্টের দুই শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লকের হাফিজ আলম সাইরানি এবং ডিএসপি'র নজরুল ইসলাম এদিন বলেন, রাজ্যের মানুষ বাম আমলে ভালোমন্দ মিলিয়ে হলেও একটা স্থিতিশীল প্রশাসন পেয়েছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের জমানায় মানুষ এখন দিশাহারা হয়ে পড়েছে। তাই শেষমেশ ২০১৬ সালের আগে কে কোন দিকে যাবে, তা এখনও ঠিক করেনি। এই পরিস্থিতিতে রেজ্জাকসাহেবরা ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে শাসক ও বিরোধী উভয় শিবিরের কিছু ভোট কাটতে পারেন মাত্র। কিন্তু ক্ষমতায় আসার চিন্তা দিবাস্বপ্ন হয়েই তাঁদের থেকে যাবে।

• *সমাবেশে রেজ্জাক মোল্লা। -নিজস্ব চিত্র*

ইন্দিরার পথে সরকার ভাঙতে গেলে ঝুঁকি মমতার কাছে আত্মঘাতী হতে পারে, দোলাচলে তৃণমূলের বিধায়করা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সরকার ভেঙে মধ্যবর্তী ভোটে যাওয়া নিয়ে দলের অন্দরে কথা উঠতেই ধন্দে পড়েছেন তৃণমূল বিধায়করা। সারদাকাণ্ডে একের পর এক নেতা-মন্ত্রীর নাম জড়ানোর প্রেক্ষিতে ক্রমে বিরোধীদের আক্রমণে কোণঠাসা অবস্থা রাজ্যের শাসকদলের। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণে মেয়াদের আগেই বিধানসভা ভেঙে জনতার রায় নেওয়ার কথা বিবেচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন করে রায় নেওয়ার কৌশল আদৌ কার্যকর হবে কি না, তা নিয়েই চর্চা শুরু করেছে দলের বিধায়ককুল। কেউ কেউ মধ্যবর্তী নির্বাচনে লাভ-ক্ষতির হিসাব করে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বিধায়কদের আরেক অংশের ধারণা, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দরা গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনতার রায় নেওয়াই মুখ্যমন্ত্রীর একমাত্র বাঁচার পথ।

সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত যতই এগিয়ে চলেছে, ততই চাপ বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রীর উপর। অবস্থার মোকাবিলায় রাস্তায় নেমে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব নিয়ে প্রচার করেও স্বস্তিতে নেই তৃণমূল শিবির। সি বি আইয়ের জালে ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছে তৃণমূল নেতা বা মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজনের নাম। পাশাপাশি, শাসকদলের এই বিপন্নতাকে হাতিয়ার করে বিজেপি রাজ্য রাজনীতিতে তার প্রাসঙ্গিকতা বাড়িয়ে চলেছে। বিগত লোকসভা ভোটের পর থেকেই বিজেপির এই উত্থান তৃণমূলের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে। তাই ইদানীং মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত বক্তৃতায় বামেদের প্রসঙ্গ এড়িয়ে বিরোধী হিসাবে বিজেপিকেই তাঁর আক্রমণের নিশানা করেন।

বামেদের থেকে বিরোধী হিসাবে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা বাড়লে লড়াই আরও কঠিন হবে বলেই শাসকদলের ধারণা। এখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে তৃণমূল বিরোধী শক্তি, বিজেপির ছত্রচ্ছায়ায় জায়গা করে নিচ্ছে। তৃণমূলের অন্দরের হিসাব, বি জে পি এই মুহূর্তে শক্তি বাড়ালেও ভোট করার মতো সংগঠন তাদের নেই। কিন্তু ২০১৬ সালের মে মাস পর্যন্ত বর্তমান সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হলে নিজেদের অনেকটা সংহত করার সুযোগ পেয়ে যাবে বিজেপি।

একদিকে সারদা, অন্যদিকে খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ, এই দু'টি বিষয়ই এখন থেকেই বিজেপি যেভাবে প্রচারে রেখেছে, তা যত দিন যাবে জনমানসে ততই প্রভাব ফেলবে। তাই জনতার সহানুভূতি আদায় করতে হলে

সারদা-কাঁটায় বিদ্ধ শাসকদল

নিজে থেকে ইস্তফা দিয়ে ভোটে গেলে বিধানসভায় ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব হবে। দক্ষিণবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গের একাধিক বিধায়ক এই মতের শরিক বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এই অঙ্ক কষার ঝুঁকি নিয়ে ভোটে যাওয়ার পক্ষে সংশয় রয়েছে তৃণমূল বিধায়কদের আরকেটি অংশের মধ্যে। এক বর্ষীয়ান বিধায়েকর মতে, রাজ্যে প্রায় ৭৭ হাজার বুথ রয়েছে। বিজেপি এইসব বুথের জন্য কর্মী জোগাড় করতে পারবে না বলেই তিনি নিশ্চিত। তাঁর মতে, এখন যা অবস্থা, বছর দেড়েক সময় পেলে অবস্থাটা বদলে যেতেই পারে। তাই ভোট এগিয়ে নিলে বিরোধীদের অপ্রস্তুতির সুযোগ তাঁরাই পাবেন বলে মনে করেন ওই বিধায়ক। রাজ্যের এক মন্ত্রীর মতে, একটি নির্বাচিত সরকারকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবরোধ তৈরি করা হয়েছে। এই কথাটা জনতার কাছে নিয়ে যেতে পারলে কাজ হতেই পারে। তাঁর মতে, এর সুবিধা হল, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের ভাবাবেগ জাগাতে পারলে সারদা ইস্যুর দাপট স্থিমিত হতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দলের অভ্যন্তরে ও বাইরে প্রবল প্রতিপক্ষের চাপের মোকাবিলায় ইন্দিরা সাধারণ নির্বাচন এক বছর এগিয়ে ১৯৭১ সালে করেছিলেন। সেই ভোটে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী।

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ইন্দিরার ওই দৃষ্টান্ত অবশ্য তৃণমূলের একাধিক বিধায়ক মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে, সেটা ছিল আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক ইস্যু। কিন্তু আমদের নেত্রী সারদায় ধরপাকড়কে কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করলেও তা আমজনতার কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে, তা দেখতে হবে। কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগে কাউকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সরকার ভেঙে ভোটে যাওয়ার সঙ্গে সাতের দশকের ইন্দিরার তুলনা করা ঠিক নয়।

মেয়াদ শেষের আগে পদত্যাগ করা মমতার কাছে নতুন কিছু নয়। ঘটনাচক্রে, গত তিন দশকে বিভিন্ন পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজৈনতিক মহলে ঝড় তুলেছেন মমতা। সেই সময় রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর ওই পদক্ষেপ নিয়ে বিতর্ক হলেও প্রতিক্ষেত্রেই তিনি সাফল্য পেয়েছেন। তৃণমূলের একাধিক বিধায়কের মতে, তখন তিনি ছিলেন বিরোধী নেত্রী। এখন তিনি প্রশাসক। যে কাজ বিরোধী হিসাবে তাঁকে সুফল দিয়েছিল, সেকাজ প্রশাসক হিসাবে তাঁকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে। কেননা আগাম ভোটে গেলে রাজ্যের উন্নয়নের বেশকিছু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যার নেতিবাচক প্রভাব ভোটে পড়ার আশঙ্কা থাকবেই। এর পাশাপাশি, ইস্তফা দিলেই যে রাজ্যে বিধানসভা ভোট করা হবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ইস্তফার পর বিজেপি যেভাবে ভোট করানো নিয়ে টালবাহানা করেছে, সেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তৃণমূলের এক সংসদ সদস্য এ রাজ্যেও তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকবে বলেই দাবি করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, বিজেপি যেহেতু রাজ্যে ক্ষমতায় বসতে মরিয়া, তাই পরিস্থিতি তারা নিজেদের অনুকূলে আনতে নানা কৌশল নিতে পারে। মেয়াদ শেষের ছ'মাসের আগে মমতা ইস্তফা দিলে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হবে। সেই অবস্থায় কেন্দ্রের খবরদারিতেই ভোট হবে। রাজ্য প্রশাসনও তখন আর নবান্নের হাতে রাখা সম্ভব হবে না। তাই তিনি মনে করেন, সরকার ভেঙে ভোটে যাওয়ার ঝুঁকি আত্মঘাতী হতে পারে নেত্রীর পক্ষে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের ইস্যুতে দলে আনুষ্ঠানিক আলোচনা না হলেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে। যদিও সারদা কেলেঙ্কারির ফাঁস যে দলের গলায় এঁটে গিয়েছে, সে বিষয়ে কমবেশি তাঁরা একমত। দলেরই এক সূত্রের মতে, সারদা তদন্তের গতিপ্রকৃতি নতুন বছরে কী হয়, তার উপর নির্ভর করছে মুখ্যমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ রণকৌশল।